দৈনিক ইনকিলাব

66

DEC. 26 1999

তারিখ ... ... DEC. 25 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ভিসি-প্রোভিসির অপসারণ দাবীতে আন্দোলন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ভিসি ও প্রোভিসিকে অপসারণের দাবীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ছাত্র হত্যা, সন্ত্রাস ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টের প্রতিবাদে গতকাল চট্টগ্রামের রাজপথে অনুষ্ঠিত কালো পতাকা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে শিক্ষকবৃন্দ এই ঘোষণা প্রদান করেন। সকাল সাড়ে ১০টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বর থেকে কয়েকশ' শিক্ষকের মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে লালদীঘি মাঠে গিয়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর বদিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ ইনাম উল হক, বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ মোঃ মাহবুব উল্লাহ, সাবেক ডীন ডঃ এম এ সালেহ, শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সদস্য ডঃ সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর মনোনীত সিন্ডিকেট সদস্য ডঃ মুনীর আহমেদ চৌধুরী, বাণিজ্য অনুষদের ডীন ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আতহার, প্রফেসর আবদুন নূর, ডঃ হাসান মোহাম্মদ, প্রফেসর আহমদ ফজলে হাসান চৌধুরী, ডঃ মোঃ শাহ, প্রফেসর নূরুদ্দীন চৌধুরী, ডঃ মাহফুজুল হক, ডঃ ওয়াহিদুর রহমান, ডঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, ডঃ হারুনুর রশিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মিছিলের সামনে কালো পতাকা বহন করেন ডঃ শাহরিয়ার তালুকদার। সমাবেশ পরিচালনা করেন জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের আহবায়ক ডঃ ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ডঃ মোহাম্মেদ মাহবুব উল্লাহ।

সভাপতির ভাষণে ডঃ এম বদিউল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে শুদ্ধ জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র– সকল মতবাদ ও চিন্তার প্রতিযোগিতার স্থান। কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেখানে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার পরিবেশ শুধু নয়, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে চরমভাবে। ভার্সিটির ভিসি ও প্রো-ভিসি বর্তমানে আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা শিক্ষকতার মহান পোশাকে বাদ দিয়ে ছাত্রলীগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে উৎখাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। সে জন্য গত ৩ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্র নির্মমভাবে খুন হয়েছে। এটা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়াবহ চিত্রকে তুলে ধরে। সাবেক প্রো-ভিসি বলেন, বর্তমান ভিসি ও প্রোভিসি ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা করে সঙ্কট নিরসনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই শিক্ষক সমাজ নীরবে বসে থাকতে পারে না।

ডঃ মোঃ মাহবুব উল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যেভাবে ক্যাম্পাস দখলের প্রক্রিয়া শুরু করে তাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ একেবারে ধ্বংস হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার নামে সেখানে যেভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সর্বনাশা কর্মকাণ্ড চলছে তাতে খুন, সন্ত্রাস নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, ভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আজ চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে অকল্পনীয়। বর্তমান ভিসি ও প্রোভিসি সন্ত্রাসকে লালন করছেন। গত ৩ বছরে একজন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। ডঃ সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজপথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কারণ, শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। ডঃ মুনির আহমদ চৌধুরী ছাত্র সংগঠনগুলোকে সহনশীলতা প্রদর্শনের আহবান জানান এবং সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করেন। প্রফেসর আবদুন নূর বলেন, বর্তমান ভিসিকে বার বার সতর্ক করার পরও ভিন্নমতাদর্শী শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে তিনি হয়রানি এবং খুন সন্ত্রাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ যুগিয়েছেন। শিক্ষকদের জন্য এটা লজ্জাজনক। সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে ভয়াবহ সন্ত্রাস চলছে, একের পর এক ছাত্র হত্যা করা হচ্ছে, সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে দলীয়করণ করা হয়েছে– তাতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শিক্ষকরা চুপ করে থাকতে পারে না। তাই শিক্ষকবৃন্দ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, খুনীদের শাস্তি, ক্যাম্পাসে দলীয় পুলিশ প্রত্যাহার এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ ভিসি ও প্রোভিসিকে অপসারণের দাবী জানান। অন্যথায় শিক্ষকবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন।